টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

কর্ম্মক্লান্ত শরীরে মানুষ যখন
ঝিমিয়ে পরে তখন প্রয়োজন হয়
একটু উৎসাহের
সেই উৎসাহ জুগিয়ে দেবে
★★
★
চা ভাণ্ডারের চা
হেড অফিস—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ব্রাঞ্চ — রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 17th Sept. 1969 | ১৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিয়ে অনুসন্ধান করুন।
শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

স্টুডেন্টস ফেভারিট
স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

"মন রসনা সাফ করো
ধর গরীবি বেশ,
মিঠা বোলি লেকে চলো
সবহি তোমারা দেশ।"
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

করিতকর্ম্মা ও নিষ্কর্ম্মার বিশ্বকর্ম্মা

—০—

দ্যুলোক-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। তিনি কারুশিল্পের দেবতা। ভাস্কর্যেও কম যান না। অতএব পৃথিবীর কারুশিল্পীর আরাধ্য তিনি। স্বর্গলোকের শিল্পকৃতিতে তাঁহার তুল্য কেহ নাই। শুধু স্বর্গ কেন, মর্ত্যধামে তাঁহার করুণাধারা হইতে পাপীতাপী অভাজনেরা বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-দেবের মন্দির নাকি তিনি নির্ম্মাণ করেন। আবার এক দূর অতীতে চাঁদ সদাগরের অনুরোধে তিনি অতি দুর্ভেদ্য লৌহবাসর নির্ম্মাণ করেন এবং মনসা দেবীর কোপের ভয়ে তাহাতে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ রাখিয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আর এই ছিদ্রপথ দিয়া মনসা দেবীর অনুচর বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত নখিন্দরকে দংশন করে। চাঁদ সদাগরের উগ্র পুরুষকার, মাতা সনকার হাহাকার, অশ্রুমুখী বেহুলার পাতিব্রত্য প্রভৃতির মহানায়ক এই দেবশিল্পী।

এ হেন দেবতার প্রতি মর্ত্যের মানুষ ভক্তিমান। দিকে দিকে নানা শিল্পী সম্প্রদায় (যাঁহারা যন্ত্রকুশলী) তাঁহার আরাধনা করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। দেবমণ্ডপগুলি সুসজ্জিত; আকাশ-বাতাস পূজাধূমে প্রকম্পিত; পূজার নানা কায়দা-কসরৎ। অনিন্দিত—সাধকেরা স্ব স্ব কেন্দ্রে আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। দেবমূর্ত্তির সংস্থাপন বা পূজামণ্ডপের সৌকর্যসাধন অপরটির ঈর্ষার উদ্রেক করে। দেবতার বহু বিচিত্র ভঙ্গিমা লক্ষণীয়। কোথাও তিনি সিংহাসনে বসিয়া বালিশে হেলান দিয়া, কোথাও বা বাহন হস্তীকে পিছনে রাখিয়া তিনি সামনের দিকে নধর দেহটি ঈষৎ ঝুঁকাইয়া দণ্ডায়মান, কোথাও দ্বিপপৃষ্ঠারূঢ় দেবতা বামদিকে রক্ষিত পৃথিবী পরিচয় প্রদানকারী মৃন্ময় গোলকের দিকে ঈঙ্গিত করিয়া মুচকি হাসিতে জীবন্তভাব প্রকাশে উন্মুখ। শুধু পূজার আঙ্গিক নেপথ্যে, মেরাপের অন্তরালে। হইবে কেমন করিয়া? প্রভু চিনির কল দিলেন, চিনি দুর্মূল্য; আটাকলের যাঁতা ধূলাবালি ও অভক্ষ্য বস্তুযুক্ত আটা (ল্যাঠা?) বাহির করিতেছে। এখন মানসোপচারই একমাত্র উপচার হওয়া উচিত।

তবে একদিক হইতে এই দেবতা মর্ত্যবাসীর স্মরণীয়। কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবতার প্রসাদ পাইয়া মানুষ সিনেমা ও মাইক আবিষ্কার করিয়াছে, তাই ভাবি। চলচ্চিত্রে কী না পাইতেছি। ইহা অরসিককে রসিক করিতেছে। নারীপুরুষের বেশ-ভূষার বিবিধ পারিপাট্য আনিয়াছে। চলনবলনের ভঙ্গীর নানা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। আর মাইক? অমায়িকভাবে পাড়া-প্রতিবেশীর কর্ণপটাহ বিদারণ করিতেছে। পাড়ায় দু' তিনটি পূজামণ্ডপ হইয়াছে। প্রথম পাল্লা চলে শব্দ নিক্ষেপণের তীব্রতা লইয়া; দ্বিতীয়তঃ বহু বিচিত্র রেকর্ড গানের আয়োজন। বিশ্বকর্ম্মা পূজায় রেকর্ডে চণ্ডীপাঠ বাজান হইলে আশ্চর্যের কী আছে?

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। হে অমরার যন্ত্রকুশলী দেব, করিতকর্ম্মার দল ত তোমার সেবায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। তুমি ভারতে কতই না দক্ষ কারিগর গড়িয়াছ। দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, ভিলাই, চিত্তরঞ্জনে তোমার ভক্তেরা অতন্দ্র সাধনায় মগ্ন। ভাকরা নাঙ্গাল, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, ফরাক্কাতে তোমার সাধনার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে প্রভু, বাঁধ-সেতুতে ফাটল ধরে কেন? তোমার প্রসাদপুষ্ট হাজার হাজার সার্থক ভক্ত আজ যে কর্ম্মহীন, দয়াল! সৌভাগ্যবান গুটিকয়েক পিতা শ্বশুর-সরকারের কাঞ্চনকৌলীন্যে বিদেশে পাড়ি দিতে পারিলে জীবনে প্রতিষ্ঠার একটা দিক পায়। কিন্তু যাহারা অভাজন, তাহারা শুধু হাহুতাশ করে। হে দেব, অতএব এমন একটা উপায় তোমার ভক্তদের বাৎলাইয়া দাও যাহাতে তোমাকে কেহ আর অপকর্ম্মা-অকর্ম্মা-নিষ্কর্ম্মা জ্ঞান না করে। আর একটা আজি আছে কৃপাময়। ভারতীয় কলাকুশলী যাহারা, তাহারা যেন কাজ পায়। তাহাদের বাদ দিয়া বিদেশী কুশলীদের আনা বন্ধ কর। জয় হোক তোমার।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বন্যাত্রাণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত দান

আমরা অতীব আনন্দে জানাইতেছি যে বিগত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ও সহ-শিক্ষিকা সহ কতিপয় ছাত্রী মাননীয় শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত (জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক) মহাশয়ের সমীপে বন্যা-ত্রাণের জন্য চার মণ আট সের চাউল, দুই সের ময়দা ছয় সের চিড়া, দুই সের ডাল ও ৪৮৯ (চার শত উননব্বই) টী বিভিন্ন পোষাক (শাড়ী, ধুতি, জামা) অসহায় নিঃস্ব জলবন্দী মানুষদের বিতরণের জন্য দিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য যে এই মহকুমার মধ্যে উক্ত বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথম বিপন্ন মানুষদের সাহায্যার্থে আন্তরিকতাপূর্ণ অন্তরসহ অগ্রবর্তী হইলেন। ইহার পূর্ব্বেও উক্ত বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৪শে ভাদ্র, ১৩৭৬ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" মির্জ্জাপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড শীর্ষক সংবাদে আততায়ীর নাম বিশ্বনাথ হাজরা ছাপান হইয়াছে উহা বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে।

শিক্ষক দিবসের প্রতিবেদন

—সরোজকুমার ঘোষ

১৯৬৮ সাল ছিল স্বাধীনতার বেদীমূলে এই খণ্ডিত রাজ্যের অধিবাসীর নিকট দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয়-ভরা। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে গণচেতনার মহাপ্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা স্বরু করেছে আমাদের এই বর্ত্তমান সাল—১৯৬৯। তাই দিগ্-দিগন্তে সেই মহাপ্রত্যাশা পূরণের বোধনী সানাই আজ সরব। এই রাজ্যের শিক্ষার দিক-চক্রবালেও আজ দিগ্‌দর্শনের শুভ-সূচনা। এই মানসিক পট-ভূমিকাতে আজ আমরা "শিক্ষক-দিবস" প্রতি-পালনে সমবেত হয়েছি। কিন্তু মন্ত্রীপ্রবর শ্রীনিরঞ্জন সেন মহোদয়ের মৃত্যুতে সমগ্র রাজ্য আজ বেদনা-বিমথিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নির্ভীক যোদ্ধার ও সুদক্ষ প্রশাসকের মৃত্যু-জনিত ক্ষতি অপূরণীয়। এই প্রতিবেদনের ভূমিকায় তাঁর স্বর্গত আত্মার জন্য অপার শান্তি কামনা করছি।

অষ্টম বার্ষিক "শিক্ষক দিবস" প্রতিপালনে ব্রতী হোয়ে এই দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব কি তার ব্যাখ্যা আজ অবান্তর। ১৯৬২ সালে ভারতের জনগণ একজন আদর্শ শিক্ষককে রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচন করে তাঁর অতীত দিনের বিজয়-বৈজয়ন্তীকে পূর্ণ-উড্ডীন করেছে মাত্র। তিনিও রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হোয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপূরক-ভাবে গণ-মানসে ও সমাজ-চেতনায় শিক্ষককে পুনর্বাসনের জন্য তাঁর স্বীয় জন্ম-দিনটিকে শিক্ষক দিবসরূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে—আর একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আর এই রাজ্যের বর্ত্তমান জনপ্রিয় সরকার একদিনের পরিবর্ত্তে দু'দিন এই দিবস প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে যে শুভ চেতনার ও দিগন্ত প্রসারী মমত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণ মানসে ও সমাজ চেতনায় শিক্ষকের পুনর্বাসনের পশ্চাদপটরূপে তার অর্থ-নৈতিক জীবনের মানের যে আজ উন্নয়ন প্রয়োজন—সেই বিষয়েও সরকার যে সচেষ্ট তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। একটি কথা, ব্যক্তি দিয়ে যে দিবস অনুষ্ঠান স্বরু হোয়েছিল তা আজ সর্বতো-ভাবে নির্ব্যক্তিক। এই বিশেষ দিনে যদি আমরা আত্ম-সমীক্ষার জন্য অতীত মুখী করিতো, দেখতে পাবো যে ভারতের এই অবিনশ্বর ও কালজয়ী সভ্যতার ও সংস্কৃতির মূলে যে অবদান আছে তা সর্ব্বৈরভাবে ভারতে ঋষিকুলের—তথা সুমহান্ শিক্ষক-গোষ্ঠীর। আর, অন্তর তখন গর্বে ধ্বনিত ও প্রতি-ধ্বনিত হোতে থাকবে চির-গতির নির্দেশনায়—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে! এই গতির উৎস হচ্ছে, পশ্চাতের আমি। এই দিবসে সেই সুদূর অতীতের তপোবনে অধ্যাপনা-রত শিক্ষক-গোষ্ঠি থেকে বর্ত্তমান যুগের সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণান প্রমুখাৎ আদর্শ শিক্ষকের সঙ্গে একাত্ম হোয়ে যায়। আর ভাবি, 'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে, নহে দূর।' এই গর্ব, এই একাত্ম-বোধ কি নিছক স্বপ্ন-বিলাস ? —না, এই গর্ব ও একাত্ম-বোধই এতদিন যুগিয়েছে বর্তমানের কাঞ্চন-কৌলীন্য-হীনতাজনিত উপেক্ষা সহনের ধরিত্রী সদৃশ সহন-শক্তি। আর আজ এই গর্বই যোগাবে আমাদের নিঃসীম মনোবল এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক নব শিক্ষা ধারা প্রবর্তনে। এই শিক্ষাধারা প্রবর্তনে যদি আমরা বিফল না হই, তবেই সার্থক হবে আমাদের এই দিবস উদ্‌যাপন।

বিগত ১৯৬৮ সালের শিক্ষক-দিবস উদ্‌যাপন করা হোয়েছিল বর্তমান বর্ষের অনুরূপ কর্ম-সূচী অনুযায়ী। উক্ত দিবসে আমরা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী-দের বরণ করে নিজেদের সম্মানিত করা ও চেষ্টা করেছি—তথা অপরিশোধ্য ঋষি-ঋণ পরিশোধের দীনতম প্রয়াস পেয়েছি। তাঁরা সত্যই বরণীয়—তাই তাঁদের বরণের সুযোগ দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। আজ এই মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁদের উদ্দেশ্যে রেখে যাই আমাদের ভক্তি-স্নিগ্ধ প্রণতি। উক্ত অনুষ্ঠানে যে আনন্দদায়ক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিল তা সত্যই সফল হোয়েছিল। সেই আনন্দ পরিবেশনার মাধ্যমে ছিল একটি প্রদর্শনী ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রতিটি শিক্ষা-গুরুর নিকটই আমরা কৃতজ্ঞ। যে শিল্পীবৃন্দ সংগীত ও আবৃত্তির দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর, যাঁরা পরিচালনায়, সেবায় ও অকৃপণ আর্থিক সহায়তা প্রদানে এই দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রাত রইল আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

প্রতি বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও এই পবিত্র দিবসে জাতীয় শিক্ষণ কল্যাণ কোষের জন্য সংগৃহীত হোয়েছিল ২০২৩৫৫ টাকা। উক্ত বৎসরে প্রোক্ত কোষ থেকে চারজন শিক্ষককে (এই মহকুমার) ২২৪০৲ টাকা এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়। যদিও বিগত বৎসরে এই মহকুমা থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০২৩৫৫ টাকা, তবুও এই সংস্থা এই মহকুমার ৮ আট জন দুর্গত শিক্ষক তথা শিক্ষক ৬৬৪০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য আবেদন উক্ত তহবিলের রাজ্য পরিচালন সংস্থার কাছে, জেলা সংস্থার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা আছে, এই আবেদন ব্যর্থ হবে না। এই অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে যে অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য এই মহকুমার প্রতিটি নাগরিকের নিকট আমরা ঋণী।

যে জ্ঞানধির প্রচেষ্টায় এই পূত-পবিত্র দিবসে প্রতিপালনের সূচনা তাঁর শতায়ু কামনা করি। আর, এই পুণ্য লগ্নমায় ভারতের সুমহান্ শিক্ষক-গোষ্ঠির পদ-প্রান্তে রেখে যাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি। জয়হিন্দ—জয়তু শিক্ষাগুরু—আর আমাদের প্রার্থনা—'অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলুন'।

সাগরদীঘি থানার

বন্যেশ্বর গ্রামে ভয়াবহ ডাকাতি

গৃহস্বামীর বৃদ্ধ শ্বশুর ও মহিলারা লাঞ্ছিত

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রি আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময় বন্যেশ্বর গ্রামের শ্রীদীনেশকুমার চঁদ মহাশয়ের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়া তেজস্কর বোমা ফাটাইয়া গৃহস্বামীর বৃদ্ধ শ্বশুর ও মহিলাদের প্রহার করিতে থাকে। মহিলাগণ ভয়ে নিজ নিজ গাত্রালঙ্কার খুলিয়া ডাকাতের হস্তে প্রদান করে। গৃহস্বামীকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় তাঁহার দোকান ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে। বোমার শব্দে পার্শ্ববর্ত্তী দক্ষিণ-গ্রামের বাসিন্দাগণ বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ডাকাতরা সরিয়া পড়ে। বন্যেশ্বর গ্রামে শ্রীভূতনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতেরা আনুমানিক চারি হাজার টাকার গহনাপত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে।

ছেলে ধরার হিড়িক না গণহিষ্টিরিয়া ?

মাত্র চারিটি অক্ষর দ্বারা তৈরী একটি শব্দ ছেলেধরা ? কিন্তু এই শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র গর্জে উঠছে দানবের দল। সত্যমিথ্যা যাঁচাই করার সময় তাদের নাই ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতার হাতে ছেলেধরা বলে কথিত ব্যক্তির স্ত্রী-পুরুষ বয়স-নির্বিশেষে লাঞ্ছনা, নিগ্রহ প্রভৃতি শুরু হয়। মারের দাপটে প্রহারের যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে প্রায়ই লাঞ্ছিত ব্যক্তি এই ভবের হাট বা সংসার এর দুঃখ, দুর্দশা ও যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তি পান। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও তার শহরতলীতে ছেলেধরা গুজবে প্রকাশ্য দিনের বেলা, প্রকাশ্য কলকাতার রাজপথে এই রকমের কতগুলো নৃশংস ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা যে দিন দিন আরো বাড়বে না তাই বা কে জানে ? এই সব ঘটনা সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু সরকারী মহল এর বিরুদ্ধে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কয়েকদিন আগের কথাই বলি খবরের কাগজ খুলেই দেখি বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় এ ধরণের ৭।৮টি ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ঘটেছে চারিটি। সব চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা জনতার হাত থেকে ৬০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধাও রেহাই পাননি। গত ২-৯-৬৯ তারিখে শোভাবাজার এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহ করে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা মহিলাকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়। ১লা তারিখের বেলগাছিয়ায় এক ভদ্রলোক নিগৃহীত হন। ২রা তারিখের আগের শনিবার ঐখানেই একটী স্ত্রীলোককে ধাওয়া করে। শুক্রবার ঐখানেই একজন যুবককে সদ্য পিটিয়ে চিরতরের জন্য বিদায় দেয় দানবের দল। আবার ঐদিন বন হুগলীর কাছে এক ভদ্র মহিলা জনতার রোষে পড়েন। তিনি তার দুই মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফ্ল্যাটের অনুসন্ধানে এসেছিলেন। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছেলেধরা বলা মাত্র স্থানীয় কয়েকজন যুবক কিছু জিজ্ঞেস না করেই চড়-চাপড় মারে। দমদম বিমান ঘাঁটিতে জনৈক যক্ষ্মারোগীও নিগৃহীত হয়েছিলেন এই দেখে বিদেশী যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। এই সব ঘটনার উৎপত্তি কোথায়, কেন এই সমস্ত নৃশংস ঘটনা ঘটছে তা বিচার বিশ্লেষণ করে সরকারের দেখা উচিত। আতঙ্কে মানুষ আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এই আতঙ্ক যদি প্রতিটি মানুষের প্রতিটি পরিবারের মনের অন্তস্তলে বাসা বেঁধে থাকে, তাহলে অল্প একটু হাওয়া পেলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আগুন। মানুষের মনের সুপ্ত দানব Frank-en-stein জেগে যায়। তখন দেখা দেয় ম্যাসহিষ্টিরিয়া জনতার সাময়িক উন্মত্ততা। গত কয়েক বছর আগে ঝিঁ ঝিঁ রোগের গুজবের সময় এ ধরণের ম্যাসহিষ্টিরিয়া দেখা দিয়েছিল। আর এই গুজবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল পকেটমার ও কেরামতির দল। কিন্তু ঐ ঝিঁ ঝিঁ রোগ বেশী দিন টেকেনি। ছেলেধরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সংবাদ-পত্রের ভূমিকা উপেক্ষনীয় নয়। নিখোঁজ ছেলেমেয়েদের খবরাখবর বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করছে তা রেডিও মারফৎ প্রচার করা হচ্ছে। প্রকৃতই ছেলেধরার কয়েকটি ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। প্রত্যেক পরিবারের ছেলেমেয়ে হাটে, স্কুলে, বাজারে যায়। সুতরাং ছেলেধরার আতঙ্ক বা উদ্বেগ প্রত্যেক পরিবারের প্রতিটি লোকের মনে লুকিয়ে থাকে। বর্তমান ঘটনাগুলি কি সেই আতঙ্কেরই বহিঃপ্রকাশ ? ছেলেধরা সব দেশেই আছে, কেউ বড়লোকের ছেলেদেরকে গুম করে রাখে তারপর মোটা টাকা পণ দেব বলে যখন ঘোষণা করেন তখন তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নানা রকম অসৎ কাজ করাবার জন্য ছেলে চুরি ঘটনা বিরল নয়। আমাদের দেশে যে ছেলেধরার দল নাই তা জোড় দিয়ে বলা যায় না। রাজপথে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ শিশুদের সংখ্যাও কম নয়। এরা সবাই জাত ভিখারির সন্তান নয়। এর মধ্যে অল্প বয়সে হারিয়ে যাওয়া গৃহস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা কি নেই ? আবার এমন গুজবও উঠেছে এবং সত্য বলেও প্রমাণিত হয়েছে যে ছেলেদের ধরে নিয়ে তাদের দেহ হইতে রক্ত বার করে বিক্রি করে টাকা নেওয়া হয়। অতএব এর পিছনে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী দল আছে। এদের খুঁজে বের করা কি পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতার বাইরে ? যারা রক্ত কেনেন তারা কি এদের সন্ধান দিতে পারেন না ? সরকার কি ইচ্ছা করলে এই দলটির সন্ধান নিতে পারেন না ? তাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এর একটি বিহিত ব্যবস্থা করে নির্দোষী লোকদের জনতার ক্রুদ্ধ হাত হইতে বাঁচান।

—শ্রীদিলীপ সিংহ

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

স্বনামধন্য খেলোয়াড় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের

আর এক খেল

গত ২১-৮-৬৯ তারিখে J. S. S. S. A. পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় এবং জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় ৩—০ গোলে পরাজিত হইয়া জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দফায় অভিযোগ করে। অভিযোগক্রমে উভয় পক্ষের অবৈধ খেলোয়াড়দের বাতিল করিয়া পুনরায় খেলার ব্যবস্থা করা হয় ৭-৯-৬৯ তারিখে। উক্ত খেলায় রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের নিকট ৭—০ গোলে পরাজিত হইয়াও পুনর্ব্বার খেলায় অবৈধ খেলোয়াড় নামানোর অভিযোগে অভিযোগপত্র পেশ করেন। অবৈধতা প্রমাণের জন্য উভয় পক্ষকে লইয়া আবেদন কমিটির বৈঠক বসে এবং রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষম হওয়ায় তাহাদের অভিযোগপত্র অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং জঙ্গিপুর বিদ্যালয় বিজয়ীরূপে পরবর্ত্তী খেলায় অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

— সংবাদদাতা

* এই খেলার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের খরচে মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় কতবার বহরমপুর গিয়েছেন ?

ঝড়-জল-রাতে

—নীহার পাকড়াশী

শ্রাবণের মধ্য রাত। বাইরে বর্ষণ-ধারার শব্দ ভেসে আসছে কানে। ডে ব্লু রঙের জোরাল বিজলি-বাতি জ্বলছে লেখকের ঘরে। হাতে মাত্র আর কটা দিন বাকী—পুরো দু'মাসও নয়। এরই ভেতর শেষ করতেই হবে পাঁচটি নতুন উপন্যাস। বেশ কিছু আগাম টাকা নেওয়া আছে এই জন্যে। এখন থেকেই কাগজের সম্পাদকরা বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছেন—আগামী শারদীয় সংখ্যায় নতুন ধরণের উপন্যাস—লেখক শ্রী । তার ওপর প্রায়ই তাঁরা খোঁজ নিচ্ছেন লেখার অগ্রগতির।

অবিন্যস্ত মাথার চুল। ম্রিয়মান মুখ লেখকের। ফুটেছে তাতে শ্রান্তির ছাপ। চিন্তার গভীরতা চোখে। কিসের খোঁজে যেন ব্যাকুল অশান্ত মন। দামী ঝরণা কলম হাতে, টেবিলের ওপর রঙীন কাগজের তাড়া। ঘরের একদিকে দুগ্ধ ফেননিভ নরম শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন লেখক-গৃহিণী। আলু থালু বেশ তাঁর।

হঠাৎ নিদ্রোত্থিতা গৃহিণীর ঘুম বিজড়িত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন লেখক।

—ওগো শুনছ! শুতে এস না। রাত যে হল অনেক!

রাগতস্বরে জবাব দিলেন লেখক—শোবার সময় নেই আমার।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গৃহিণী—কেন?

—উপন্যাসের নায়িকা আমার দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়েছে, সামলানোর এখনই প্রয়োজন তাকে।

প্রেম-গদগদ কণ্ঠে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ গা! নায়িকার বয়স কত?

বেশ সহজ সুরেই জবাব দিলেন লেখক—বছর চব্বিশ।

বিছানায় উঠে বসে বেশ ঝাঁঝালো সুরেই বললেন এবার গৃহিণী—আলো নিবিয়ে শুতে এস এক্ষুণি। এই ঝড়-জল-রাতে তোমায় আর তাকে সামলাতে হবে না, নিজেকে সামলাবার বয়েস যথেষ্ট হয়েছে তার।

বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান
মুক্তহস্তে তাদের সাহায্য করুন।

রাজ্যপালের শুভাগমন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ মহোদয় জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যাপ্লাবিত গ্রামসমূহ ও (১) নয়নসুখ হাই স্কুল শিবির, (২) নয়নসুখ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিবির, (৩ অর্জ্জুনপুর হাই স্কুল শিবির, (৪) পুঁঠিমারি শিবির, (৫) কাঞ্চনতলা হাই স্কুল শিবির, (৬) গান্ধী আশ্রম শিবির প্রভৃতি সাহায্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিজ হস্তে দুঃস্থদের কাপড় জামা বিতরণ করেন। রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, জেলা-শাসক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ও মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় ছিলেন।

ক্ষুধাতুরে খাদ্যদান

জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ক্লাবের সদস্যগণের উদ্যোগে বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য নগর ভিক্ষা লব্ধ অর্থ, বস্ত্র এবং সংগৃহীত চাউল রন্ধন করিয়া গত ৭ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণসাইল, ঘোষপাড়া, তেঘরী, বরজুমলা, পুঠিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় দুই হাজার বুভুক্ষু নরনারী ও বালকবালিকাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সদনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ, ক্লাবের কর্ম্মী ও ২নং রঘুনাথগঞ্জ সংস্থার উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে চুরি

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্নিকটে প্রসিদ্ধ 'সাহা ষ্টোরস্' এর স্বত্বাধিকারী শ্রীপীতাম্বর সাহা মহাশয়ের রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া কতকগুলি পিতল কাঁসার বাসন ও আনুমানিক ৩।৪ কেজি সরিষার তৈল লইয়া গিয়াছে। থানায় খবর দেওয়ায় দুইজন দারোগাবাবু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন।

লটারীতে পাঁচ হাজার টাকা

হরিয়ানা ষ্টেট লটারীর D 027568 নম্বরের টিকিট কিনিয়া রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর কাপড়-বিক্রেতা শ্রীচুনীলাল দাসের কর্ম্মচারী শ্রীসুধাংশুশেখর দাস পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছে। টিকিট-বিক্রেতা শ্রীগোপালচন্দ্র দে, রঘুনাথগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট কলোনী।

রাহাজানি

জরুর আথুয়া রাস্তায় রমনা গ্রাম ও জিনদীঘি গ্রামের মধ্যস্থলে

পথচারী ধর্ষিত

গত ৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁতিবিরল গ্রামের শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস বিশ্বকর্ম্মা পূজার সামগ্রী লইয়া উক্ত রাস্তা দিয়া নিজ গ্রামাভিমুখে যাওয়ার সময় একদল দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে। দুর্বৃত্তগণ তাহাকে মারধর করিয়া জিনিসপত্রের কতকাংশ কাড়িয়া লয়। নিরীহ পথচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে কে?

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সাফল্য

গত ৪-৯-৬৯ তারিখের প্রত্যুষে জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২০০ মিঃ, ১০০ মিঃ এবং ৫০ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট ৯টি প্রদত্ত পুরস্কারের মধ্যে ৮টি পুরস্কারই জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ লাভ করে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

১৯৬৯ সালের ডিক্রীজারী

৩ স্বত্ব ডিঃ নবাবজান সেখ দেং হরিপদ ঘোষ দাবি ৩৭৭-৫১ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে উলাডাঙ্গা ৮-৭৮ শতকের কাত ১৭।২ পাই তন্মধ্যে ।/৬॥= অংশে ২-৯২ শতক হারাহারি খাজনা ১৸০ মধ্যে ৬৬ শতক খং ৩৪

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯

১৯৬৯ সালের ডিক্রীজারী

৩ মনি ডিঃ এন্তাজ সেখ দেং প্রভাতকুমার সিংহ রায় দাবি ২৯৯-১৮ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরি ৩৪ শতক জমির কাত ৩৲ ৩৪ শতক শতক মধ্যে ৵৩ পাই অংশ আঃ ২৫৲ খং ১৩০২

২নং লাট থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর মধ্যে ৩৭ শতক তন্মধ্যে ৯ শতক আঃ ২৫৲ খং ২৩৫ স্থিতিবান স্বত্ব

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)